কৌশলগত পরিকল্পনা
২০১৫-২০১৮

icddr,b

মুখবন্ধ

প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ সহযোগিতামূলক বিস্তারিত কর্মকাণ্ড এবং বাইরে থেকে প্রাপ্ত পরামর্শের সমন্বয়ে তৈরি কৌশলগত পরিকল্পনা আপনাদের উদ্দেশে তুলে ধরতে পেরে আনন্দিত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী তিন বছর আইসিডিডিআর,বি-র কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

সংক্রামক ব্যাধির বর্তমান হুমকি এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত হুমকির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের এই নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। উদ্ভবশীল অসংক্রামক ব্যাধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা উন্নয়নশীল অনেক দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা মোকাবেলার বিষয়সমূহও আমাদের গবেষণা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক লক্ষ্য সামনে রেখে বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বেসরকারি খাতের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার মাধ্যমে আরো বড় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

আমরা বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের শীর্ষস্থানীয় জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উদ্ভাবক হতে পেরে গর্বিত। আমরা মনে করি এই কৌশলগত পরিকল্পনা আমাদেরকে 'বাংলাদেশে সৃষ্ট' গবেষণার দ্বারা সারাবিশ্বে বিজ্ঞানের জগতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করবে।

আমরা ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে একসংগে কাজ করার আশা রাখি।

বিনীত

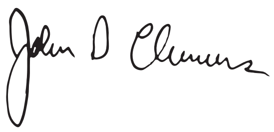

অধ্যাপক জন ডি. ক্লেমেন্স
নির্বাহী পরিচালক, আসিডিডিআর,বি

সূচিপত্র

৫ **আইসিডিডিআর,বি-সংক্রান্ত তথ্য**
বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্ব
ভবিষ্যতের লক্ষ্য স্থিরকরণ

৮ **লক্ষ্য ১ একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা কৌশল বাস্তবায়ন**

৯ **গবেষণার মূল বিষয়বস্তু**
৯ মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস
৯ মা ও শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা
৯ আন্ত্রিক ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ
৯ উদ্ভবশীল ও পুনরুদ্ভবশীল সংক্রামক রোগ সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ
৯ সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ

৯ **গবেষণার উদ্যোগ**
৯ স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
৯ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা

১০ **পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন**
১০ **কৌশলগত পরিকল্পনায় অর্থায়ন**

আমাদের দূরদর্শন
এমন একটি পৃথিবী যেখানে বেশি মানুষ বেঁচে থাকবে এবং সুস্থ জীবন উপভোগ করবে

আমাদের লক্ষ্য
উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যার সমাধান

আমাদের মূল্যবোধসমূহ
উৎকর্ষতা
বিজ্ঞানভিত্তিক যথার্থতা ও কর্মমুখী দক্ষতা অর্জনে আমরা ঐক্যবদ্ধ

পূর্ণতা
আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা এর কাজের জন্য দায়বদ্ধ এবং সর্বোচ্চ মানের আচরণের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ

একাত্মতা
আমরা প্রতিষ্ঠানজুড়ে এবং আমাদের সহযোগীদেরকে নিয়ে একযোগে কাজ করি

আইসিডিডিআর,বি-সংক্রান্ত তথ্য

আইসিডিডিআর,বি-র একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি আবিষ্কারের পাশপাশি এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করার সুনাম অর্জন করেছে। কলেরা ও ডায়রিয়াজনিত রোগের ওপর প্রথমে আমরা গবেষণা শুরু করি। পরবর্তীতে আমাদের গবেষণার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো যেসব স্বাস্থ্যসমস্যার সম্মুখীন তার প্রায় সবগুলোর ওপরই এখন আমাদের গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

আমাদের সাফল্যের পেছনে বেশকিছু বিষয় জড়িত রয়েছে। একটি উন্নয়নশীল দেশে আমাদের অবস্থান বিধায় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা-সংক্রান্ত এখানকার সমস্যার সাথে আমরা পরিচিত। আমরা স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত এখানকার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে অগ্রাধিকারের বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কাজে লাগানোর যোগ্য সমাধান তৈরি এবং তার মূল্যায়ন করি। এছাড়াও, আমরা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গবেষণা পরিচালনা করি এবং তার সুফল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের গবেষণার এই সুফল শুধু বাংলাদেশেই নয়, তুলনামূলকভাবে নিম্ন- ও মাঝারি-আয়ের দেশসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নেও কাজ করে। গবেষণাকে নীতি ও কাজে রূপান্তরিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নীতি-নির্ধারক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও বিজ্ঞানী সমাজের মধ্যে আমাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিতরণ ও ব্যাখ্যা দানের ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে।

আমাদের গবেষকগণ সম্মিলিতভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধশালী বিজ্ঞানভিত্তিক দক্ষ সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়ার বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশ্বমানের গবেষণার জন্য আমাদের একটি অনন্য অবকাঠামো রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক গবেষণা, ডেমোগ্রাফিক জরিপ, বড় মাপের ক্লিনিক্যাল গবেষণা, হাসপাতালভিত্তিক গবেষণা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্বলিত ল্যাবরেটরিভিত্তিক গবেষণা করে থাকি। ক্লিনিক্যাল গবেষণার একটি বড় ক্ষেত্র হওয়ার পাশাপাশি আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের একটি অনন্য স্থান, যেখানে বছরে ১৪০,০০০ রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিতে অন্যান্য স্বাস্থ্যসমস্যার মধ্যে বিশেষ করে সংক্রামক ব্যাধি ও অপুষ্টিতে মানসম্মত চিকিৎসা দেওয়া হয়। আমাদের মতলব হেলথ অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক সার্ভেইল্যান্স সাইট উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে দীর্ঘতম চলমান জরিপভিত্তিক সাইট, যা উন্নয়ন-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রমসমূহে একটি মডেল হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্ব

আমরা নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্যসেবা বণ্টন ব্যবস্থা মূল্যায়নের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করে আসছি। চল্লিশ বছরের ইতিহাসে অপ্রতুল অর্থনৈতিক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ৪ ও ৫-এ তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। আশা করা যায় ২০২১ সালের মধ্যে এ-দেশ মাঝারি আয়ের দেশের কাতারে উঠে আসতে সক্ষম হবে। তারপরও এ-দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের সাফল্যে আইসিডিডিআর,বি অতীতে যেমন অবদান রেখেছে, তেমনি ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের অন্যান্য দেশে (যেখানে অকালমৃত্যু ও কর্মক্ষমতাহীন মানুষের সংখ্যা এখনো অনেক বেশি) জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে ও কল্যাণে দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে যাবে বলে আমরা আশা করি।

ভবিষ্যতের লক্ষ্য স্থিরকরণ

একটি গৌরবময় ইতিহাসকে ধারণ করে আমাদের বর্তমান চ্যালেঞ্জ হলো কিছু সুনির্দিষ্ট কৌশলগত লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যা আমাদের গবেষণার মানোন্নয়নে, সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে আমাদেরকে সহায়তা করবে।

স্বাস্থ্য উন্নয়নে যেসব বিষয়ে ইতোমধ্যেই আমাদের দক্ষতা রয়েছে অথচ আমরা এখনো কাজ করতে পারিনি আমাদের নতুন কৌশল সেসব স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণায় মনোনিবেশ করতে আমাদেরকে সাহায্য করবে। এছাড়াও, আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন করছি যেন এটি এর উদ্দেশ্য সাধন করতে, আন্তর্জাতিক মানের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে এবং এর কৌশলগত লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। আমরা তিন বছরের জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যা আমাদের গবেষণার চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হবে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন এবং গুরুতর রোগসমূহ নির্মূলকরণের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

আমাদের লক্ষ্য হলো জনস্বাস্থ্যবিষয়ক উচ্চমানসম্পন্ন গবেষণা ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটিকে দক্ষিণ গোলার্ধে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া।

লক্ষ্য ১ — একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা কৌশল বাস্তবায়ন

যেসব ক্ষেত্রে গবেষণায় এখনো অপূর্ণতা রয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের চাহিদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেসব ক্ষেত্রে আমরা আমাদের গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবো।

লক্ষ্য ২ — আমাদের গবেষণার ফলাফলের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধি

আমাদের গবেষণা যাতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কার্যক্রম এবং কাজকে প্রভাবিত করে সেই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবো এবং আমাদের অংশীদারদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলবো।

লক্ষ্য ৩ — আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ

গণনির্ভর, ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরিভিত্তিক আমাদের গবেষণা অবকাঠামোকে আমরা আরো সমৃদ্ধ করে তুলবো যাতে তা আমাদের গবেষণার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হয়।

লক্ষ্য ৪ — আমাদের কর্মীদের জন্য বিনিয়োগ

গবেষণায় স্থানীয় দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমরা আমাদের গবেষণা ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত সাধারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবো। এ-ব্যাপারে কর্মজীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ের কর্মী এবং নারী গবেষকদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

লক্ষ্য ৫ — প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থা অবলম্বন

সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন এবং ব্যয়সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে আরো আধুনিক করে তুলবো।

লক্ষ্য ৬ — টেকসই অর্থনৈতিক অবস্থা নিশ্চিতকরণ

সতর্কতার সাথে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আমরা আমাদের অর্থ সংগ্রহের কৌশল পরিবর্তন করে নতুন নতুন উপায় খুঁজে বের করবো।

একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা কৌশল বাস্তবায়ন

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা প্রথমদিকে কলেরা এবং ডায়রিয়াজনিত রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এর গবেষণার ব্যাপ্তি অনেক বেড়েছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিতে বিরাজমান অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে এটি কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি আমরা আমাদের অবস্থান এবং প্রমাণিত দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা কৌশল বাস্তবায়ন করছি। এটি আমাদেরকে আমাদের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের কিছু গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসনে সাহায্য করবে। আমরা বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছি এবং সেইসাথে আমাদের গবেষণালব্ধ দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা বিভিন্ন নিম্ন- ও মাঝারি-আয়ের দেশের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, যাতে তা সেখানকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে আসে।

যেসব ক্ষেত্রে গবেষণায় এখনো অপূর্ণতা রয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের চাহিদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেসব ক্ষেত্রে আমরা আমাদের গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবো।

জনস্বাস্থ্যবিষয়ক পাঁচটি বিষয়কে আমাদের গবেষণায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে:

- মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস
- মা ও শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা
- আন্ত্রিক ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ
- উদ্ভবশীল ও পুনরুদ্ভবশীল সংক্রামক রোগ সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ
- সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ

এই পাঁচটি বিষয় আমাদের গবেষণার মূল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হলেও বাংলাদেশ এবং অন্যান্য নিম্ন-আয়ের দেশসমূহের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পর্কযুক্ত আরো দু'টি বিষয়ে আমরা গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করবো:

- স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা

নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হবে:

- আবিষ্কার - স্বাস্থ্যসমস্যার প্রকৃতি ও কারণ উদঘাটন করা
- উন্নয়ন - সমস্যার সমাধান বের করে আনা, এবং
- সেবার বণ্টন - গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল জনকল্যাণে ছড়িয়ে দেওয়া এবং/অথবা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা

বাংলাদেশে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি আমরা দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলছি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ও অন্যান্য নিম্ন-আয়ের দেশসমূহে গবেষণা প্রকল্পসমূহে নেতৃত্ব দিচ্ছি।

আমরা গবেষণাসংশ্লিষ্ট নৈতিকতাসহ আমাদের বিজ্ঞান ও গবেষণাভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থার সুশাসন পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করছি। বিশ্বমানের গবেষণা চালিয়ে যাওয়া, তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ছড়িয়ে দেওয়া এবং তা নীতি ও কাজে রূপান্তরিত করার জন্য নিয়মিতভাবে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা দলের সাথে মিলিত হবো।

গবেষণার মূল বিষয়সমূহ

মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস

আমরা গর্ভাবস্থা-সংক্রান্ত জটিলতা, জন্মদানের পর মায়ের স্বাস্থ্য-অবনতি এবং নবজাতকের জীবনের জন্য হুমকি প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার, প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তার ব্যবহার মূল্যায়ন করবো।

মা ও শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

আমরা মা ও শিশুর অপুষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত জৈবিক ও অজৈবিক কারণগুলো নিয়ে গবেষণা করবো, এসব অবস্থা প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য কার্যকর পদ্ধতি আবিষ্কার করবো এবং নতুন ব্যবস্থার কার্যকারিতা, ব্যবহারের সম্ভাব্যতা এবং জনগণের মধ্যে তা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করবো।

আন্ত্রিক ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ

আমরা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এবং মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে আরো বুঝতে চেষ্টা করবো এবং জনগণের কাছে পৌছানোর যোগ্য ও সুলভ চিকিৎসা-ব্যবস্থা তৈরি ও মূল্যায়ন করবো।

উদ্ভবশীল ও পুনরুদ্ভবশীল সংক্রামক রোগ সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

আমরা উদ্ভবশীল ও পুনরুদ্ভবশীল সংক্রামক রোগসমূহ সনাক্তকরণ, সেগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ এবং সেগুলোকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সাথে কাজ করবো।

সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ

আমরা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ এবং তা প্রদানের প্রক্রিয়া, সেবার মান, অর্থায়ন, নীতিমালা ও সুশাসনের বিষয়গুলো পর্যলোচনা করবো এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহের সমাধানে কোনো ঘাটতি থাকলে তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবো।

গবেষণার উদ্যোগ

স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যাচাই

আমরা বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ুর পরিবর্তন এবং মানুষের স্থান পরিবর্তনের প্রভাব এবং কী উপায়ে জনগণ উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে চলতে পারে তা যাচাই করে দেখবো।

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা

আমরা বাংলাদেশে ক্রনিক রোগসমূহের ব্যাপকতা যাচাই করে দেখবো, বর্তমানে সেবাদান-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নথিভুক্ত করবো এবং জনগণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ-সংক্রান্ত আচরণ পর্যবেক্ষণ করবো। আমরা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য নিম্ন-আয়ের দেশসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন পদক্ষেপ মূল্যায়ন করে দেখবো।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

এই কৌশলগত পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন লক্ষ্য ৫-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আমাদেরকে যা করতে সাহায্য করবে তা হলো—(১) একটি বিস্তারিত সময়ানুবর্তী বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং নিষ্ঠার সাথে পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাওয়া এবং (২) প্রয়োজনে মূল দাতাগোষ্ঠী ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য সংশোধিত কিছু নির্দেশনা তৈরি করা যার মাধ্যমে এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে আমাদের পরিকল্পনা প্রত্যাশিতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতারণা এবং তার ফলে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধের জন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তোলা হবে। কঠোর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক অসঙ্গতি দূর করে অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

এছাড়াও, লক্ষ্য ৬-এর আওতায় দাতাগোষ্ঠি, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর অবগতির জন্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য অনুদান-সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় কার্যকর পরিবর্তন আনা হবে। এসব পন্থা বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক খাতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হবে।

সিনিয়র লিডারশিপ টিম দৈনন্দিন কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করবে এবং এর কাজের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

কৌশলগত পরিকল্পনায় অর্থায়ন

কৌশলগত পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার প্রকল্পসমূহ ইতোমধ্যেই মঞ্জুরী পেয়েছে। প্রস্তাবিত অতিরিক্ত প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার বিষয়সমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে এবং ওইসব গবেষণার প্রস্তাবে যার যার খরচ তুলে আনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

লক্ষ্য ২-৬ এর কর্মকাণ্ডসমূহ পরিচালনা করা হবে মূল তহবিল থেকে। প্রতিটি লক্ষ্যে সারা বছর যে অর্থ ব্যয় করা হবে তা সর্বসম্মত উপায়ে আগেই ঠিক করা হবে।

প্রতিষ্ঠানব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের ফলে এর কর্মকাণ্ডভিত্তিক ব্যয় হ্রাস পাবে এবং সাশ্রয়কৃত অর্থ গবেষণা এবং মানবকল্যাণে ব্যয় করা হবে।

প্রতিটি লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের সাথে একটি বিস্তারিত বাজেট থাকবে যা বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

Website: www.icddrb.org
Twitter @icddr_b
Facebook www.facebook.com/icddrb
Linkedin http://bd.linkedin.com/company/icddrb